হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 1, Issue No. 10, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, August 2011

তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারো, যদি সমগ্র জগৎ তোমাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তথাপি তোমার আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কাজ করিয়া যাইতে পারিবে? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারো, তুমি যাহা চাও তাহা জানো, আর তোমার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইলেও তোমার কর্তব্য — সেই কর্তব্যই সাধন করিয়া যাইতে পারিবে?

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

স্থানীয় তৃণমূল পঙ্গু

শেখ ইসমাইলের দখলে গঙ্গাসাগর

আহত দুই কর্মী সুশিত মাইতি ও গোপাল মণ্ডল

সংবাদদাতা ঃ পরিবর্তনের হাওয়ার সাথে সাথে গঙ্গাসাগরেও পরিবর্তন হয়েছে। উড়েছে ঘাসফুলের পতাকা। কিন্তু শেখ ইসমাইলের ত্রাস কমেনি। সিপিএমের শেখ ইসমাইলের নেতৃত্বে তারই প্রতিশোধ চলছে। ঘাসফুলের পতাকা ছিড়েঁ, মাড়িয়ে প্রস্রাব করে দিল তার বাহিনী। বাড়ী ঘর ভাঙল, গুরুতর জখম, শ্লীলতা হানির ঘটনা ঘটালো শেখ ইসমাইল ও তার সাঙ্গ পাঙ্গরা, গঙ্গাসাগর শাসন করছে ইসমাইল আছে বহাল তবিয়তে।

ঘটনার সূত্রপাত ১৬ জুলাই সকাল প্রায় ৮ টা। জনা ৪০-এর গুন্ডা বাহিনী হঠাৎ কিছু বুঝে ওঠার আগেই হুড়মুড় করে ভেঙে তছনছ করে দিল অমূল্য দাসের বাড়ী। বাধা দিতে গেলে অমূল্য দাসকে মারধর করে তার হাত ভেঙে দেয়। অমূল্য দাসের পুত্রবধূ সুলেখা দাসও (২৫) রেহাই পায়নি। তার উপরও চলে নির্যাতন, তার পরনের পোষাকটুকুও ছিঁড়ে দিয়ে শ্লীলতাহানি করে। প্রতিবেশী আরো কয়েকজন যেমন বিমল মন্ডল, চিত্তরঞ্জন মন্ডল, মনোরঞ্জন মন্ডল, সুনীল দাস এরাও কমবেশী আহত ও ঘরবাড়ী ভাঙচুড় হয়। সুমিত্রা মন্ডল ও তার মেয়ে প্রিয়াঙ্কা মন্ডলকে আটকে রাখে এবং রাজেশ মন্ডলকে এমন মারধর করে যে, সাতদিন তাকে হাসপাতালে কাটাতে হয়। আর গুন্ডাবাহিনী এই সব কিছু করে সিপিএমের পতাকাতলে। গঙ্গাসাগর বেগুয়াখালি এলাকায় জমি দখলকে কেন্দ্র করে এই ঘটনাটি ঘটে। আর এই সম্পূর্ণ ঘটনার মূল পান্ডা শেখ ইসমাইল। এর নেতৃত্বে তার দু'ভাই শেখ বাসেত এবং শেখ ভগু সহ আরো অনেকে এই বাহিনীতে ছিল, যারা এলাকার বাইরে থেকে এসেছিল। এই গুন্ডাবাহিনী এলাকার মানুষের কাছে অপরিচিত ছিল। এরা সকলেই আগেরদিন রাত্রে এসে ঐ এলাকায় ডেরা বাঁধে ও রাত্রে বেশ খাওয়া দাওয়া চলে এরকমটাই এলাকাবাসীর বক্তব্য।

এই ঘটনা জানাজানি হতে বেগুয়াখালির আসপাশের লাইট হাউস থকে অনেক তৃণমূল যুবক

শেষাংশ ২ পাতায়

হোটরে হিন্দু সংহতির কর্মী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ২৪ জুলাই দক্ষিন ২৪ পরগনার হোটর আদর্শ জুনিয়ার হাইস্কুলে হিন্দু সংহতির কর্মীদের নিয়ে একটি অর্ধবেলার সম্মেলন হয়। শ্রী হারান মন্ডল, বিশ্বজিত মন্ডল সহ অনেকের প্রচেষ্টায় এই সম্মেলনে আশ পাশের এলাকা থেকে ৯০ জন কর্মী অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বেশ কয়েকজন সাধু ও গুণিজন উপস্থিত থেকে বাংলার তথা ভারতের হিন্দুদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবার আহ্বান জানান। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী অমরেশ মুখার্জী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন আমাদের বোধোদয়ের অভাবে গান্ধার আজ কান্দাহার, কণিষ্কের পুরুষপুর আজ পেশোয়ার, লবপুর আজ লাহোর। দক্ষিণ ২৪ পরগণার হিন্দু বাড়ীর মন্দির আগামী দিনে সুরক্ষিত থাকবে তো?

স্বামী পুণ্য লোকানন্দজী আমাদের ধর্মের মূল ভিত্তির কথা তুলে ধরে প্রত্যেককে তার আচরন করার কথা বলেন। দীনবন্ধু ঘরামী আমাদের কতগুলি মূল সমস্যার কথা তুলে ধরেন। দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করতে গিয়ে যে সমস্যা আমাদের সামনে আসে যার মোকাবিলা না করতে পারলে কোন কিছুই করা যাবে না। যেমন জমি আছে ফসল নেই, পুকুর আছে মাছ নেই, ঘরে মেয়ে আছে কিন্তু ইজ্জত নেই চলছে লাভ জেহাদ, দেশ দখলের শত্রুপক্ষের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ সরকার নিতে অপারগ। প্রশাসনের কাছ থেকে হিন্দুরা সুবিচার পাচ্ছে না এমনটাই জানালেন মানবাধিকার কর্মী তথা সাংবাদিক অনিমিত্র চক্রবর্ত্তী। তিনি অনেকগুলি ঘটনার তথ্যসহ উদাহরণ তুলে ধরেন। এছাড়া আরো অনেকে এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সম্মেলনকে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেন।

হিন্দুর বাড়ীতে মানোয়ারার সুখের ঘর ছারখার

সংবাদদাতাঃ কারাগৃহে অন্ধকার কক্ষে মানোয়ারার চোখেমুখে আকুল জিজ্ঞাসা কি তার অপরাধ, রঘুনাথ লোহার তার হিন্দু স্বামী, তার অপরাধ কী হিন্দু ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করা। মানোয়ারা কি মুসলিম সমাজের চিরাচরিত অবদমিত আরেকটি রূপ হিসাবে চিহ্নিত হবে। মালদা কোর্টে দাঁড়িয়ে হাকিমের সামনে মানোয়ারা স্বীকার করেছে যে– ''তার হিন্দু স্বামী রঘুনাথ লোহার নির্দোষ, তাদের সম্পর্ক এক শাশ্বত ভালোবাসার প্রতিফলন, সে রঘুনাথের সঙ্গে সুখের ঘর করে বাঁচতে চায়। সে হিন্দু সমাজেই থাকতে চায়"।

এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি মালদার গাজোল থানার সলাইডাঙা অঞ্চলের রাতুল রায়পাড়া গ্রামের। এই গ্রামেরই রঘুনাথ লোহারকে ভালোবেসেছিল ঐ গ্রামেরই মানোয়ারা খাতুন। এই ভালোবাসাকে মেনে নিতে পারেনি। মানোয়ারা রঘুনাথকে বিয়ে করে লক্ষ্ণৌ চলে যায়। লক্ষ্ণৌযেতে গ্রামেরই একটি মুসলিম ছেলে তাদের সবরকম সাহায্য করে। এরপর থেকেই মুসলিম পরিবারের আক্রোশ নেমে আসে লোহার পরিবারের উপর। ৭ জুলাই রাত্রিবেলায় হাবিবুর আনসারি এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জামসেদ আলির নেতৃত্বে এক ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী লোহার পরিবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অকথ্য অত্যাচার, লাঞ্ছনার শিকার হয় লোহার পরিবার। রঘুনাথ লোহার-এর বাবা নিবারণ লোহার এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মারাত্মক ভাবে আহত হয়। তাদের ঘরবাড়ী ব্যাপক ভাবে ভাঙচুর হয়।

পরের দিন অশ্রাব্য গালিগালাজ, হুমকি এবং জনসমক্ষে হেনস্থা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে সাহায্যকারী মুসলিম ছেলেটি হঠাৎ উত্তর প্রদেশ থেকে বাড়ী ফেরে। মানোয়ারার পরিবার তাকে ভয় দেখিয়ে আসল ঘটনা জানতে পারে। সত্য জানার পর রঘুনাথের পরিবারের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে হয় তাড়াতাড়ি দুজনকে ফিরিয়ে আনার জন্য। রঘুনাথের কাকা মুসলিম ছেলেটিকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ রওনা হয় এবং ১১ জুলাই তাদের নিয়ে ফিরে আসে। সুরক্ষার খাতিরে ১২ জুলাই তাদের দু'জনকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তী ঘটনা আপনারা প্রথমেই পড়েছেন।

প্রশ্ন মানোয়ারার রঘুনাথকে ভালোবেসে বিবাহ কি অপরাধ? মুসলিম ছেলেরা যখন 'লাভ জিহাদ' চিন্তা ধারার বশবর্তী হয়ে হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরিত করে বিবাহ করছে তখন একটি হিন্দু ছেলের শাশ্বত ভালোবাসা কোন চোখে অপরাধ?

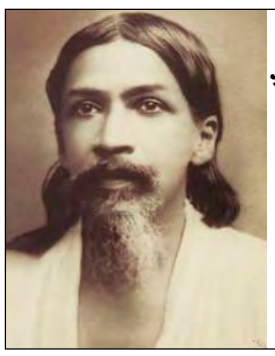

১৫ই আগষ্ট ঋষি অরবিন্দের জন্ম জয়ন্তীতে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলী

আমাদের কথা

১৩/৭ মুম্বাই হামলা ও ভারতবাসীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

১৩ জুলাই ২০১১ কালো বুধবার মুম্বাইতে বিস্ফোরণে দু'ডজন লোক মারা গেল। কয়েক'শ লোক আহত হলো। কয়েক কোটি টাকা নষ্ট হলো। কয়েক ঘন্টার জন্য মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার ব্যাঘাত ঘটল। আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসলো মুম্বাই। এর থেকে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হয়েছিল ১৯৯৩ সালের ১৩ টি স্থানে। আবার স্বাভাবিক হয়েছে। মুম্বাই। দু'বছর আগে ২০০৮ সালে ২৬/১১ মুম্বাই কান্ড ভারতীয় সেনাবাহিনী, সরকার, ভারতবাসীর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল সেটাও স্বাভাবিক হয়েছে।

এই সব ঘটনার পর সাধারণ নাগরিকরা মোমবাতি জ্বালাবেন, গায়করা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান গাইবেন, নায়ক নায়িকারা শান্তির পায়রা উড়াবেন। পরিচালকরা সিনেমা তৈরী করবেন কাপুর বহিন আর খান ভাইদের ভালবাসার রগরগে ছবি। কাপুর বহিনরা হাত তুলে পোজ দেবেন, বলবেন ইসলাম কত ভাল আমি --- খান-এর কাছে শিখেছি। সংবাদ মাধ্যমের কাছে বেশ কয়েকদিনের একটা গরম খবর হবে এই বিস্ফোরণ। দেশের প্রধানমন্ত্রী বলবেন ধৈর্য ধরতে। মানবতাবাদীরা বলবেন এই ঘটনার জন্য হিন্দুত্ববাদীরা দায়ী। আর কিছু কলমচিরা লিখবেন মুসলমানের দারিদ্র ও অশিক্ষা এর জন্য দায়ী। রাজনেতারা বলবেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। মন্ত্রীরা বলবেন গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা।

পরাস্ত ভারত, মরছে ভারতবাসী। এই সব ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী সোনিয়া গান্ধী ও তার 'জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদ'? কোন মুসলমান মক্কা থেকে আসেনি সকলেই ভারতীয়। সন্ত্রাসের জন্য মুসলমান দায়ী নয়, দায়ী ইসলামী মানসিকতা। গরীব আর অশিক্ষাও নয় দায়ী ইসলামিক দুনিয়া থেকে আসা টাকা। দায়ী দারুল উলুম দেওবন্দ, আলিগড় মুসলিম ইউনির্ভাসিটির মত প্রতিষ্ঠান ও কিছু মাদ্রাসা। সকল সন্ত্রাসী উচ্চ শিক্ষিত ও ধনসম্পন্ন।

কয়েকটি সন্ত্রাসী হামলায় হয়ত ভারতকে টুকরো করা যাবে না। কিন্তু এর থেকেও কয়েকটি ভয়ঙ্কর নিঃশব্দ বিস্ফোরণ ঘটছে যার হাত থেকে ভারতকে বাঁচাতেই হবে। মেরুদন্ডহীন, জন্য গদি লোভী নেতাদের দ্বারা বিস্ফোরণের মোকাবিলা সম্ভব নয়। কিন্তু আসন্ন বিপদকে চিহ্নিত করতেই হবে আর ভারতমাকে বাঁচাতেই হবে।

ভারতের সামনে বিপদ, অনুপ্রবেশ-এর মাধ্যমে দেশ দখল আর ভালবাসার নামে 'লাভ জেহাদ'। ইসলামি মানসিকতায় জন্মনিয়ন্ত্রন না মেনে জনবিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারতকে দার-উল-ইসলাম বানাবার পরিকল্পনা। এরকম ইসলামী মানসিকতার দ্বারা জনবিন্যাস পাল্টে ভারতের এক একটি অংশ মূল ভূখন্ড থেকে আলাদা হয়ে গেছে। নকল টাকার মাধ্যমে ভারতের অর্থব্যবস্থাকে তছনছ করার ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। **কেন ভারতীয় মুসলমানকে ইসলামী মানসিকতা তৈরীর জন্য জনগণের করের টাকায় হজ করতে পাঠানো হবে? আদালতের আদেশ থাকা সত্বেও আজমল আর আফজলদের এখনো কেন ফাঁসী হচ্ছে না? আপনারা বলতে পারেন কেন একই রাজ্যে বসবাস করে জম্মু ও লাদাখের অধিবাসীরা কাশ্মীরের মুসলিমদের মত আজাদি চায় না? কেন কাশ্মীরের সমস্ত পন্ডিত অধিবাসীরা (হিন্দু হওয়ার অপরাধে) আজ বিতাড়িত? সমস্যা হিন্দু আর মুসলমান নয়। সমস্যা ইসলামিয়তে।** কেন সারা ভারতের কোন অঞ্চলে হিন্দু কম হয়ে গেলেই ভারত থেকে আলাদা হওয়ার প্রশ্ন ওঠে? আপনাদের মনে কি এসব প্রশ্ন ওঠে না? জঙ্গল মহল থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চল, কাশ্মীর থেকে কেরল পর্যন্ত একটু চোখ ঘোরালেই দেখতে পাবেন কিভাবে ভারত মোঘলিস্তানের দিকে এগিয়ে চলেছে।

২৬/১১/২০০৮ যখন মুম্বাই জ্বলছে তখন সোনিয়া তার পার্ষদদের নিয়ে হিন্দু সন্ত্রাসবাদ খুঁজতে ব্যস্ত। আর ১৩/০৭/২০১১ যখন মুম্বাইতে বিস্ফোরণ ঘটছে ঠিক সেই সময় সোনিয়ার উপদেষ্টা পার্ষদরা হিন্দুর গলা কাটতে ''প্রিভেনশন অফ কম্যুনাল এন্ড টারগেটেড ভায়োলেন্স বিল ২০১১'' পাশ করাতে ব্যস্ত। ঐ আইনের মূল কথা — দেশের কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগলে তার জন্য শুধু হিন্দুদেরকেই দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ হিন্দুরা এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করাটাই যেন অপরাধ। হিন্দুদেরকে ইসলামী সন্ত্রাসীরা মারবে আর সোনিয়ার সরকারও মারবে। তাই বাঁচার জন্য সকলে ভন্ড ধর্মনিরপেক্ষ সাজছে। কেউ ক্রিকেট খেলে শান্তি চাইছে, কেউ আমন কি আশ-এর গান গাইছে আসলে বাঁচবেনা কেউই সকলের অবস্থা হবে ব্যাঙের রাজার মত।

গ্রামের অব্যাবহৃত এক কুয়োর চারিদেকে প্রচুর ব্যাঙ বাস করত। তাদের মধ্যে একজন রাজা ছিল সে তার নিজের গদি বাঁচাতে এবং বিরোধী পক্ষ থাকতে না পারে তার জন্য সে এক সাপের সাথে চুক্তি করল। চুক্তি এই যে মাঝে মাঝে সাপ আসবে এবং রাজার বিরোধীদের একটা একটা করে ধরে খাবে। সাপ ভাবল বেশ মজা আমাকে আর আহার জন্য কষ্ট করতে হবে না। এরকম চলতে থাকলে কিছুদিন পর দেখা গেল ব্যাঙ সব শেষ হয়ে গেছে। তখন সাপ সেই রাজা ব্যাঙকেও খেয়ে ফেলল।

আজ আত্মঘাতী সরকার ভন্ড ধর্মনিরপেক্ষ সেজেছে। নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণ করছে। তাদের সামনে দেশের জনগণ আর গণতন্ত্র নয় শুধু ভোট আর গদি। তারা দেশকে রক্ষা করতে পারবে না। বাঁচাতে পারবে না দেশবাসীকে। এক দেশ, এক আইন, এক জাতী, এক নীতিতে, সমতা, মমতা ও একতায় আবদ্ধ হয়ে, বিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত নেবার সাহস নিয়ে দাঁড়াতে পারলেই দেশ ও জাতি সুরক্ষিত হবে।

লিখিত ক্ষমা চাইল মোস্তাজুল

১৪ জুলাই বৃহঃস্পতিবার সকালে মোস্তাজুল খাঁন (১৭) শ্লীলতাহানি করার অপরাধে টুম্পা মন্ডল ও তার আত্মীয় স্বজনদের সামনে ক্ষমা চাইলো ও লিখিত দিল ক্যানিং হিন্দু সংহতির কমিটির কাছে ভবিষ্যতে এরকম নিন্দনীয় কাজ আর কখনও করবে না।

দঃ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার অন্তর্গত চোরাডাকাতিয়া গ্রামের নারায়ণতলা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র মোস্তাজুল খাঁন পিতা আব্দুল গনি খাঁন। ১৩ জুলাই সন্ধ্যা ৭ টার সময় টুম্পা মন্ডল (২২) এম. এ. প্রথমবর্ষের ছাত্রী ক্যানিং থেকে বাড়ী ফেরার পথে মাতলা সেতুর উপর উল্টোদিক থেকে আসা অটোরিক্সায় থাকা মোস্তাজুল খাঁন ছাত্রীর সাথে অশালীন আচরন করে ও চড় মারে। ছাত্রীটির চিৎকারে সুন্দরবন অটোরিক্সা ইউনিয়নের কিছু সদস্য মোস্তাজুলকে চিনে ফেলে।

হিন্দু সংহতির কর্মী সনৎ সরদার, বিজন হালদার, গোপাল সরদার, অজিত ও সন্টুদের চাপে পরদিন ১৪ জুলাই মোস্তাজুল অটোরিক্সা ইউনিয়নের সম্পাদক, সদস্য ও টুম্পা মন্ডলের পিতা এবং আত্মীয় স্বজনদের সামনে ক্ষমা চায় এবং ক্যানিং-এর কার্যকরী সভাপতি দীনবন্ধু ঘরামির হাতে লিখিত বয়ান পত্রটি তুলে দেয়।

প্রথম পাতার শেষাংশ

....স্থানীয় তৃণমূল পঙ্গু....

ছুটে যায়। আক্রমণকারীর দলটিকে এক সাথে গঙ্গামন্দিরের কাছে ধরে ফেলে তাদেরকে পাল্টা মারধর দেয়। মারধর দিয়ে তাদেরকে ছেড়েদেয়। প্রথম অবস্থায় একটা ঘটনা এপর্যন্ত হয়ে তৃণমূলীরা একটা জায়গায় বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকে।

এমন সময় খবর আসে তৃণমূলের চার-পাঁচজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলে দৌড়ে যায়। যাওয়ার পর তারা চক্রব্যুহের মধ্যে আটকে পড়ে। এরা সকলে খালি হাতেই ছুটেছিল। গিয়ে দেখে শেখ ইসমাইলের বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদেরকে ঘিরে ধরেছে। শুধু তাই নয় তাদের বাড়ীর মহিলারাও হাতে লঙ্কার গুড়োঁ, কারো হাতে ঝুড়ি, ঝুড়িতে কাঁচের ভাঙা বোতল। অনেকের হাতে লোহার রড, গরু কাটা অস্ত্র, হেসো ইত্যাদি নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হঠাৎ করে একটা আঘাতেই সুশীত মাইতি (৩১) কাঁটা জঙ্গলে মুখ থুবড়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কয়েকজন তাকে কাঁটাবন থেকে টেনে বার করে নিয়ে না আসলে তার হয়ত কোন হদিস পাওয়া যেত না। রক্তাক্ত সুশীত মাইতির নাক কেটে ঝুলে পড়েছে। মুখ ফেটে গেছে আঘাতে দাঁতও ভেঙেছে। লালুদাস (৩০), মারের চোটে শরীরের কয়েকটা অঙ্গ ভেঙ্গে গেলে প্রাণ বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন তাকে কাঁচ ভাঙ্গা, ইঁট ভাঙ্গা, টালি ভাঙ্গা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে ও অস্ত্র দিয়ে কোপায়। গোপাল মন্ডল (২৮) তারও মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। পঞ্চানন প্রামাণিকে (৩১) বুকে এমন ভাবে আঘাত করে তার নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। দাঁতও ভেঙ্গে যায়। এদের আঘাত খুবই গুরুতর ছিল।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর ঐ দিনই তাদের কলকাতায় পাঠান হয় এবং রাত্রে তাদের বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। কয়েকজনকে কিছুদিন চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি আরো কয়েকজনকে পরে ছেড়ে দেওয়া হলেও সুশীত মাইতির অবস্থা এখনও সঙ্কট জনক। তাকে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে একমাস পরে আবার অপারেশন করতে হবে।

এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছে বেগুয়াখালি এলাকায়, সেখানে সি পি এম ভূমি সংস্কারের নামে শেখ ইসমাইলের নেতৃত্বে প্রায় কয়েক'শ বিঘা সরকারি জমি দখল করে আছে। অনেকে সেগুলো ভোগ দখল করে খাচ্ছে। তৃণমূল গঙ্গাসাগর নেতৃত্ব চেয়েছিল সেই জমিগুলি পুনরুদ্ধার করে এলাকায় যারা গরীব মানুষ আছে তাদেরকে বিলি বন্টন করতে। যারা আগের থেকে দখল করে খাচ্ছে তাদের মধ্যে যারা গরীব তারাও পাবে। কিন্তু তৃণমূল প্রথম বারেই আঘাত খেয়ে গেল। এত বড় ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোন বড় নেতৃত্ব ঘটনাস্থলে যায়নি। পরিবর্তন করতে চেয়েছিল তৃণমূল কিন্তু বদলা নিল শেখ ইসমাইল। মার খেল পঙ্গু স্থানীয় তৃণমূলী হিন্দুরা। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য এই ঘটনায় পুলিশ আসলেও ইসমাইলের বাড়ীতে বসে কিছু খাওয়া দাওয়ার পর আলোচনা করে চলে যায়। উভয়পক্ষের কেস হলেও কেউ এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়নি।

কে এই ইসমাইল? কি ভাবে তার এই উত্থান এত বাড় বাড়ন্ত। শেখ ইসমাইল কি বঙ্গোপসাগরের দাউদ হতে চায়। স্থানীয় লোকেদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল গঙ্গাসাগরের বাসিন্দারা মূলত মেদিনীপুর জেলা থেকে আসা। শেখ ইসমাইল ও মেদিনীপুর থেকে আসে। সমুদ্র কিনারা লাইট হাউস এলাকায় কুঁড়ে বেঁধে ডিঙ্গী চালিয়ে জীবন শুরু করে। সমুদ্রের গ্রাসে বাড়ীও গেছে এক সময়। তার এক ভাই শেখ কাবাত, এরা মিলে শুরু করে স্মাগলিং। অনেক জাহাজের মাল হলদিয়াতে ঢুকতে পারে না সেগুলো ছোট ছোট জাহাজে ওঠানামা করে, সেই সব জিনিস পাচার তথা এইখানে শত শত কুলি খাটানো তাদের কাজ কর্ম শেখ ইসমাইলই ঠিক করে। সে দীর্ঘদিন ধরে সি পি এমের পঞ্চায়েত সদস্য তথা বিরোধী নেতা। বর্তমানে কোটি কোটি টাকার মালিক আর লাইট হাউস এলাকায় তার আলিশান বাড়ি। প্রতিবছর সাগর মেলার বহু টেন্ডার শেখ ইসমাইলই পায়।

হিন্দু প্রধান গঙ্গাসাগর সেখানে শেখ ইসমাইলের নেতৃত্ব মনে হয় ওলট পুরান। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সংখ্যালঘু মুসলিম দ্বারা অত্যাচারিত। বেশ কয়েক বছর পূর্বে পুজোর সময় গঙ্গাসাগর দুর্গামন্দিরে রাত দু'টো নাগাদ মায়ের অলঙ্কারাদি চুরি হয়ে যায় যার সন্দেহের তীর ঐ ইসমাইলের দিকে।

১২ জুন ২০০৮ গঙ্গাসাগরে তীর্থভ্রমণ ও পুজার জন্য হিন্দু সংহতির কর্মীদের একটি পারিবারিক ভ্রমণ ও দুদিনের অবস্থান ছিল ব্যবসায়ী সমিতির ধর্মশালায়। প্রথম দিন ৪ টা নাগাদ ধর্মশালায় কর্মীরা তাদের পরিবার সহ প্রায় ১৫০ জন এসেছিল। বিকালে সাগর দর্শন ও মন্দিরে পুজো দিয়ে অনেকে ফিরে এসেছে ও আসছে। এমন সময় সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ অতর্কিত মিথ্যা অপবাদে কিছু ভ্যানচালক এসে প্রথমে হামলা শুরু করে। অনেকে বুঝাতে চায় কেউ আটকাতে যায় কিন্তু কে শোনে, তাদের পরিকল্পিত সন্ত্রাস চালাতে থাকে, মুহূর্তের মধ্যে ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগ, ধর্মশালাকে ঘিরে ফেলে। বাইরে মাইকে ঘোষণা 'ইসলাম খতরেমে' 'আল্লা হো আকবর এই আক্রমণ ও প্রতিরোধ রাত ১ টা পর্যন্ত চলতে থাকে। সাগর থানার অনেক পুলিশ আহত হয়েছিল। জেলা পুলিশ সুপার এর বাহিনী উদ্ধারে গেলে তাদেরকে রাস্তায় গাছ ফেলে আটকানোর চেষ্টা হয়েছিল। বিনা কারণে পাশের বিশ্ব হিন্দু পারিষদের ভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পুড়ে যায় লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তারও নায়ক শেখ ইসমাইল। কমরেড সুখদেব পন্ডা, মলয় কয়ালের ভুমিকাও ছিল।

১ লা মার্চ ২০১০ রুদ্রনগর বাজার সংলগ্ন অহল্যা ক্লাবের মাঠে ৩০ বছরের পুরাতন দুর্গাপূজার স্থানেই মসজিদ করার জন্য একদল বহিরাগত মুসলমান এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু কমিটির নেতা আব্দুল কাহার ও সি পি এম সংখ্যালঘু সেলের নেতা জয়নাল আবেদিনের নেতৃত্বে সমবেত হয়। তারা লোকজন নিয়ে কংক্রিটের পিলার ও কাঁটাতার সহ বাঁশের বেড়া নির্মাণ শুরু করে দেয়। বিশাল ''রুদ্রনগর জামে মসজিদ ও মুসাফির খানা'' সংবলিত বোর্ড টাঙায়। রাতের বেলায় হিন্দু বিরোধী শ্লোগান দিয়ে মিছিল বের করে।

একই বছরে ১ সেপ্টেম্বর হঠাৎ রুদ্রনগর এলাকার নির্মল মন্ডলকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিন চারজন মুসলিম দুষ্কৃতি পেটাতে থাকে। নির্মলবাবুর চিৎকারে এলাকার লোক বেরিয়ে এলে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। তারা ফিরে গিয়ে বাকী মুসলিমদের ডেকে এনে এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র ও বোমাবাজি করে যায়। এদের মূল উদ্দেশ্য অহল্যা ক্লাবের জমি দখল।

মুসলিমদের পরিচয় তারা মুসলিম। তাই তারা তৃণমূল, সিপিএম বা বিজেপিই হোক আক্রমণ করবে শুধু হিন্দুর উপর। প্রত্যেক হিন্দুর পরিচয় তার নিজের পার্টি, তাই হিন্দুরা পরাস্ত। হিন্দুতীর্থ গঙ্গাসাগরে প্রতিনিয়ত হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে।

শ্যামাপ্রসাদ - কাশ্মীর - প্যালেস্টাইন - আমেরিকা

তপন কুমার ঘোষ

এই অবস্থায় যে সরকারই কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার অপচেষ্টা করবে, তাকেই তীব্র জনরোষে গদিচ্যুত হতে হবে। এবং সেই অপচেষ্টা বানচাল হয়ে যাবে। তাই গোপনে খেলা শুরু হয়েছে। খেলার সূত্রধার হল ভারত ও পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা যাদের অধিকাংশেরই টিকি বাঁধা আছে আমেরিকার কাছে। আর এদের সঙ্গে আছে কুলদীপ নায়ারের মত কিছু পয়সা খাওয়া পেটোয়া বুদ্ধিজীবি।

ভারতে যখন বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ. সরকার দিল্লীর ক্ষমতায় ছিল, তখন আমেরিকা ওই সুযোগটাকে কাজে লাগানোর জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়েছিল। এন ডি এ-র প্রধান দল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার নেতা বাজপেয়ী-আডবানি। এরা তো হিন্দু দল ও হিন্দু নেতা হিসাবেই জনতার মধ্যে পরিচিত। তার থেকেও বড় কথা এরা সংঘ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, আর.এস.এস., বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিদ্যার্থী পরিষদ, ভারতীয় মজদুর সংঘ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম প্রভৃতি বড় বড় হিন্দু সংগঠনগুলি বিজেপি, বাজপেয়ী, আডবানিদেরকে নিজেদের বলে মনে করে। এই হিন্দুত্ববাদী এবং দেশভক্ত সংঘ পরিবারের কাছ থেকেই বাধা আসতে পারে। তাই, কাশ্মীরকে নীলামে তোলার জন্য আমেরিকা বাজপেয়ীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিল। সংঘ পরিবারের বাধাকে নিষ্ক্রিয় করতেই আমেরিকার এই কৌশল। কংগ্রেস ও অন্যান্য দলগুলি তো তাদের কেনা আছেই।

কিন্তু আমেরিকার স্বার্থসিদ্ধি করতে বাজপেয়ী রাজী হবেন কেন? সেই কেন-র উত্তর বের করতেই তো বসে আছে আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের ধুরন্ধররা। তারা খুঁজে বের করল বাজপেয়ীর দুর্বলতা কোথায়? দেশের মধ্যে তো তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গিয়েছেন। এর থেকে বড় তো আর হওয়া যায় না। কিন্তু, এতো আরও পাঁচটা প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একটা। এতে কি আর ইতিহাসে বিশেষ নাম থাকবে? তাছাড়া, দেশে তো স্বীকৃতি পেলাম। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মান কই, যা নেহেরুর ছিল। ইতিহাসে নাম ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এই দুটি যশাকাঙ্খা তৈরী হল বাজপেয়ীর মধ্যে। এই সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্যই আমেরিকা তার এজেন্ট ব্রজেশ মিশ্রকে বসিয়ে রেখেছিল বাজপেয়ীর দপ্তরের মধ্যেই।

ইতিহাসে নাম রেখে যাওয়ার আরও বড় মোহ তৈরী হয়েছিল গান্ধীজীর মধ্যে। তিনি লোভ করেছিলেন, মানব সভ্যতায় মুসলিম সমস্যা পৃথিবীর কেউ সমাধান করতে পারেনি, আমি তা করে দেখাব। আমার প্রেম আর ভালবাসা দিয়ে। তাঁর এই অবাস্তব কল্পনা আর নামের লোভ ও যশের মোহে তিনি একের পর এক অযৌক্তিক কাজ করে গিয়েছেন, মুসলিম তোষণের চূড়ান্ত করেছেন এবং ভারতের মুসলমানদের আরও বেশি করে মৌলবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছেন ও দেশবিরোধী করে তুলেছেন (খিলাফৎ)। গান্ধীর এই নাম যশের মোহের মূল্য দিতে হয়েছে ভারতভাগ করে।

বাজপেয়ীর মধ্যেও সেই লোভ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনিও মোহে পড়েছিলেন, নেহেরু-প্যাটেল থেকে শুরু করে ভারতের কোন নেতাই কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে পারেনি, আমি তা করে দেখাব। ফলে ইতিহাসে আমার নাম থাকবে। আর, কিভাবে কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করব? কেন, কাশ্মীরের মুসলমানরা যা চাইছে, তা-ই তাদেরকে দিয়ে! তারা তো চায় ভারত থেকে আলাদা হতে। সেটাই তাদেরকে দেব। নাম দেওয়া হবে 'স্বায়ত্ব শাসন' বা ওই রকম একটা কিছু। আর এর ফলে, কাশ্মীর সমস্যা তো সমাধান হবেই, ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে তাঁকে জানানো হয়েছিল যে এর জন্য তাঁকে 'বিশ্বশান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার' ও দেওয়া হবে। আমেরিকা তার এজেন্টদের মাধ্যমে এই টোপটা দিয়েছিল বাজপেয়ীকে। বাজপেয়ীও সেটা গিলে ফেলেছিলেন। অবশ্য টোপটা মিথ্যা টোপ ছিল না। আমেরিকা প্রভাবাধীন নোবেল কমিটির কাছে আমেরিকার শান্তি মানেই তো বিশ্বশান্তি। সুতরাং, বাজপেয়ী যদি বিশ্ব ইসলামের কাশ্মীর ক্ষতে মলম লাগিয়ে দেন, তাহলে সত্যি সত্যিই তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হত।

এই ছক অনুসারে বাজপেয়ী এগিয়েও গিয়েছিলেন। আমি নিজে ২০০৩-০৪ সালে কাশ্মীরে মুসলমানদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাদের কি গভীর অনুরাগ বাজপেয়ীর প্রতি। কাশ্মীরের মুসলমানদের কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছিল যে বাজপেয়ীজী কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। শুধু ঘোষণা হতে বাকী।

সুতরাং, এই ছক অনুসারে কাশ্মীরকে স্বায়ত্বশাসনের নামে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল কংগ্রেস তো রাজী ছিলই। বাজপেয়ী একবার ভুরু কুঁচকে তাকালে বিজেপির সবাই ঠান্ডা, আর আডবানি হাতের ময়লা ঘসবেন। পাকিস্তানেরও শাসক ও বিরোধীপক্ষ - উভয়কেই রাজী করাতে আমেরিকাকে বেগ পেতে হয়নি। ভারতের অন্যান্য অকংগ্রেসী বিরোধী দলগুলোর তো কাশ্মীর নিয়ে কোন মাথাব্যাথাই নেই। তাও যদি তারা বেশী ট্যাঁ-ফোঁ করে, তাহলে ডলারের কয়েকটা বান্ডিলই যথেষ্ট ওদেরকে চুপ করাতে। একমাত্র বাগড়া দিতে পারে সংঘ পরিবার। বিশেষ করে ওদের মধ্যে ঠেংড়ী, অশোক সিংহল, সুদর্শনের মত কিছু নেতা আছেন যাদের ঘাড় নোয়ানো খুব সহজ নয়। এদেরকে কেনাও যাবেনা। আরে বাবা, সেইজন্যই তো বিজেপি ও বাজপেয়ীকে ব্যবহার করা। এদের প্রো-হিন্দু ইমেজ আছে। এরা সংঘ পরিবারের নিজেদের লোক। তাই এরা যখন কাশ্মীরকে নীলামে চড়াবেন, তখন হঠাৎ করে সংঘ পরিবারের নেতারা বিজেপি ও বাজপেয়ীকে দেশবিরোধী ও বিশ্বাসঘাতক কি করে বলবেন? এতদিন এদের প্রশংসা করে, গুণগান করে, আজ হঠাৎ করে এদের বিরুদ্ধে খুব জোরালো গলায় কথা বলে যায় কি? একটা চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে সমস্ত স্বয়ংসেবক ও সংঘ পরিবারের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে। সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠে রাস্তায় নামতে যতটা সময় লাগবে, তার মধ্যেই কাশ্মীরের নীলাম সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ভারতের সেনাবাহিনী ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হবে এবং পাকিস্তান বা ইউ.এন.ও. বা ন্যাটোর সেনাবাহিনী মোতায়েন হয়ে যাবে। সেই জন্যই ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এন.ডি.এ- কে জেতাতে আমেরিকা সবরকমে সাহায্য করেছিল।

আশা করি পাঠক সমীকরণটা বুঝতে পারছেন ঃ ইজরায়েল- ইহুদী মানসিকতা - শ্যারন - গাজা পট্টি = ভারত - হিন্দু সেন্টিমেন্ট - বাজপেয়ী - কাশ্মীর ।

কিন্তু বিধি বাম, অথবা বিজেপি-র হিন্দুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম। ভাল সরকার চালিয়েও, উন্নয়ন , অর্থনৈতিক উন্নতি করেও ২০০৪-এর নির্বাচনে বিজেপি বিপুলভাবে হারল। ওই দলের নেতারা এখনও স্বীকার করেননা যে আদর্শকে পরিত্যাগ করাই তাদের পরাজয়ের কারণ।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত

আফতাবউদ্দিনদের মাল সাপ্লাই —

অত্যাচারিত গৌরাঙ্গনগরের উদ্বাস্তু হিন্দু মহিলারা

গত ৭ জুলাই রাত প্রায় ২ টা নাগাদ গৌরাঙ্গ নগরের কলোনীর সুনীল মন্ডল ও সুকুমার মন্ডলের বাড়িতে নিউ টাউন থানার পুলিশের একটি দল এসে ডাকাডাকি করে। এলাকাতে পুলিশ আসার মত কোন ঘটনার কথা তারা বিশেষ কিছুই জানত না। কারণ ঐ দিনই তারা পুরী তীর্থ করে বাড়ী ফিরেছে রাত ৯ টা নাগাদ। তারা বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও কখনো দলাদলি করে না। কোন নির্মিয়মান বাড়ীর মাল সাপ্লাইতেও যুক্ত নয়। বাড়ীতেই মুদি দোকান পাড়ার কোন ঝুট ঝামেলায়ও তারা যুক্ত নয়।

ওদিকে পুলিশের ডাকে সাড়া দিতে দেরী হওয়ায় পুলিশ বাড়ির দরজা ভাঙতে শুরু করে। বাড়ীর লোকেরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মারের চোটে সর্মিষ্ঠা মন্ডল ও বনলতা মন্ডলের পরনের পোষাক ছিঁড়ে যায়। শোয়া অবস্থায় পা ও চুলের মুঠি ধরে খাট থেকে নিচে ফেলে দেয়। অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে সুনীল মন্ডল ও সুকুমার মন্ডলকে মারতে মারতে পুলিশের গাড়ীতে তুলে নিয়ে যায়। পোষাক পরারও সুযোগ দেয় না। মারের চোটে পরনের রাতের লুঙ্গিটাও ছিঁড়ে যায়। তখনও তারা জানতেই পারলো না কি কারণে তাদের ধরা ও মারা হচ্ছে। প্রসঙ্গত রাতের এই অপারেশনে পুলিশের সঙ্গে কোন মহিলা পুলিশ ছিল না।

সকাল বেলা এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে বুঝতে পারলো এলাকায় নির্মীয়মান প্রজেক্টে ইঁট, বালি, পাথর ইত্যাদি সাপ্লাইকে কেন্দ্র করে এক এলাকার সঙ্গে অন্য এলাকার গন্ডগোল চলছিল। প্রসঙ্গত রাজারহাট, নিউটাউন, এলাকাতে নতুন নগরীর কাজ শুরু হতেই মাল সাপ্লাইকারি, জমিদখলকারিদের উৎপাত গন্ডগোল লেগেই আছে। খুদে গফফরদের নাম সকলেই জানেন। জমি দখল করে ভ্যান চালক থেকে প্রাসাদোপম বাড়ীর মালিক হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে গৌরাঙ্গনগরের লোকেদের সঙ্গে খুনি মোল্লাপাড়ার আফতাবউদ্দিন, যাত্রাগাছির মহঃ করিবুল ও শুলুংগুড়ির শিবু গাইন একজোট হয়েছে। কারণ গৌরাঙ্গনগর এলাকার যত প্রকল্প হবে তার সব মাল এলাকার বাইরে থেকে এরা এসে সাপ্লাই করবে। এলাকার সকল মানুষ একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ায়। তারা একটি সিন্ডিকেটও তৈরী করে এবং কিছু নিয়ম কানুন ঠিক করে এতেই বাধ সেধে তৃণমূলের যুবনেতা আফতাবউদ্দিন, মহঃ করিবুল দিলীপ ঘোষরা ক্ষিপ্ত হয়ে এলাকার উদ্বাস্তু হিন্দুদের উপর আক্রমণ ও পুলিশ দিয়ে ভয় দেখিয়ে এলাকা ছাড়া করতে চায়। এই পরিকল্পনাকেই সফল করার জন্য নিউটাউন থানার পিঃ সিঃ পাটির পুলিশ অফিসার নাগবাবুর নেতৃত্বে এই উদ্বাস্তু হিন্দুদের উচ্ছেদ ও এলাকা ছাড়া করার অভিযান। এই খবর পেয়ে এলাকার সমস্ত মানুষ এলাকার তৃণমূল বিজেপি জোটের উপ প্রধান ভবসিন্ধু মন্ডল, অবনী বিশ্বাস, অজয় মন্ডলদের নেতৃত্বে ৮ জুলাই সকাল থেকে নিউটাউন থানা ঘেরাও ও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।

গ্রামের মানুষ যখন দল বেধে থানা ঘেরাও ও রাস্তা অবরোধ করে তখন গ্রামে অনেক মানুষই ছিল না। সেই ফাঁকা সময়ে গৌরাঙ্গনগর কলোনীতে দুষ্কৃতিরা সশস্ত্র অবস্থায় হামলা চালায় বাড়ীঘর ভাঙচুর ও প্রজেক্টে মাল সাপ্লাইয়ের দখল নেওয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে থানা ও রাস্তা অবরোধ ছেড়ে মানুষ ছুটে এসে তাদের প্রতিরোধ করে। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের প্রায় ২০ জন আহত হয়। এই ঘটনায় আতঙ্কে এলাকার অনেক মানুষ এলাকা ছাড়া হয়। উপপ্রধান ভবসিন্ধু মন্ডলকেও এলাকা ছাড়া হতে হয়। পরে ১৪ জুলাই তাকে স্বরূপনগর তার বোনের বাড়ী থেকে গ্রেফতার করে। এছাড়া অরূপ মন্ডল, অনিল মন্ডল, গোবর্ধন মন্ডল, গৌরাঙ্গ মন্ডল, দীপঙ্কর মন্ডল, পুলিন মন্ডল, সুকুমার মন্ডলও গ্রেফতার হন। ১৭ জুলাই বিকালে হিন্দুরা দলমত নির্বিশেষে এলাকার শান্তিরক্ষা ও পুলিশি পক্ষপাত মূলক আচরণের প্রতিবাদে প্রায় হাজার মানুষের বিরাট শান্তি মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। এতে হিন্দু সংহতির শ্রীমতি শম্পা মহালদার-এর নেতৃত্বে বিরাট সংখ্যক মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সংহতির রাজ্য কমিটির সদস্য সুষেন বিশ্বাস সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

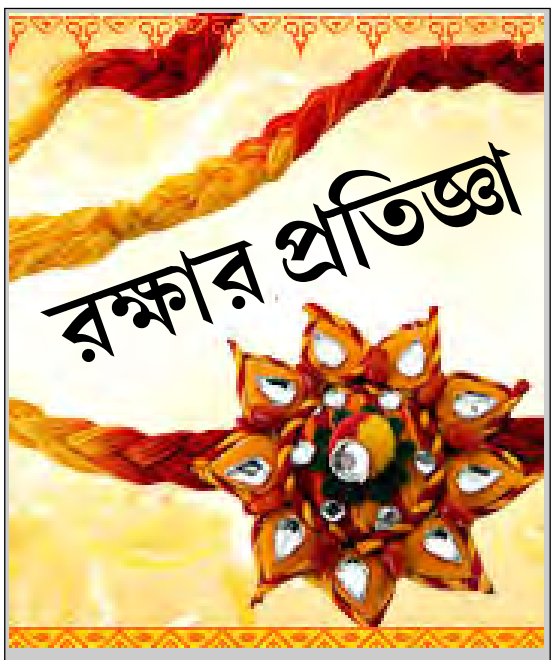

১৩ আগষ্ট রাখীবন্ধন। ১৪ আগষ্ট ভারত বিভাজন হয়ে ইসলামিক পাকিস্তানের জন্ম হয়। এবং পাকিস্তানের জন্মের মধ্য দিয়ে ভারত শাসনের ক্ষমতা লাভ করে কংগ্রেস। ১৫ আগষ্ট আমাদের দুঃখের ও প্রতিজ্ঞার স্বাধীনতা দিন। এই সবটাই বাস্তবায়িত হয় ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' কলকাতায় গনহত্যার মধ্য দিয়ে। কলঙ্কের ১৬ আগষ্ট যাতে আর এই বাংলার মাটিতে না হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাজনকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখী বন্ধনের মাধ্যমে রদ করেছিলেন। আজ বিশ্ববরেন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধা ও রাখী বন্ধনের পবিত্র দিনে আমরা সকল হিন্দু ভাইয়ের হাতে রাখী বেধে প্রতিজ্ঞা করবো বাংলা ও ভারত মাতাকে রক্ষা করব।

বাংলাদেশ সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম বদলান হল না

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সঙ্গে আমরাও উদ্বিগ্ন ও বিচলিত — ক্যাম্ব

ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট এ্যাট রোসিটিস অন মাইনরিটিস ইন বাংলাদেশ-একটি মানবাধিকার সংগঠন। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ-, খ্রীষ্টান ও আদিবাসীদের নির্যাতন-এর তথ্য নিয়ে প্রচার কার্য করে থাকে। ৭ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবে বিকাল ৪ টায় এক প্রতিবাদ সভা করে কথা গুলি বলেন ক্যাম্ব-এর আহ্বায়ক মোহিত রায়। অন্যান্যদের মধ্যে এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক রতন খাসনবীশ (অর্থনীতিবিদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), সুবীর ভৌমিক (বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক), বিমল প্রামানিক (অধিকর্তা, সেন্টার ফর স্টাডিজ অন ইন্দো-বাংলা রিলেশনস), রত্নেশ্বর সরকার (সভাপতি, অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্ট), কালীকৃষ্ণ গুহ (কবি) ও আরো অনেকে। সকলেই বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করাকে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন। এবং এর ফলে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার তীব্র আকার ধারণ করবে তাতে তারা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে আর পশ্চিমবঙ্গের উপর চাপ বাড়বে। বিশেষভাবে সুবীর ভোমিক বলেন হাসিনার এর থেকে বেশী কিছু করার নেই কারণ তিনি যাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন তাদের অনেকেই পাকিস্তান পন্থী মানসিকতা পোষণ করেন।

মুক্তি যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের ৮ (১) ধারায় বলা হয় যে রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নিয়ে কাজ করবে। ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে ১২ নং ধারায় বলা হয় যে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কোন বিশেষ ধর্মকে গুরত্ব দেওয়া হবে না ও ধর্মের ভিত্তিতে কোন বৈষম্য করা হবে না। ১৯৭৭ এর ২৩ এপ্রিল ৫ম সংশোধনীর দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধানে প্রথম ইসলামিকরণ শুরু হল জেনারেল জিয়ায়ুর রহমানের আমলে। এতে বাঙালি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা শুরু হল। মৌলিক নীতির ৮ (১) ধারায় শুরুতে সর্বশক্তিমান আল্লার উপর পরম বিশ্বাস ও আস্থার নীতি সংযোজিত হল। এর সাথে ৮ (১ক) একটি নতুন ধারা জুড়ে দেওয়া হল যাতে বলা হল 'সর্বশক্তিমান আল্লার উপর পরম বিশ্বাস ও আস্থাই হবে সমস্ত কাজের ভিত্তি'। ধর্মনিরপেক্ষতার ১২ নং ধারাটি বাদ দেওয়া হল। ২৫ নং ধারায় একটি নতুন উপধারা জুড়ে দেওয়া হল যাতে বলা হল 'রাষ্ট্র মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্বকে জোরদার করতে সচেষ্ট হবে'। সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহির রহামানির রহিম' যুক্ত করা হল। অর্থাৎ বাংলাদেশকে ইসলামিক দুনিয়ার অংশ করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হল। ১৯৮৮ সালের ৯ জুন ৮ ম সংশোধনীর দ্বারা জেনারেল এরসাদ সংবিধানে একটি নতুন ধারা ২A যুক্ত করেন। এতে ঘোষণা করা হল যে 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'। এছাড়া ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার ছাড়পত্রও দেওয়া হল।

এর ফলে ১৯৮৮ থেকে অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা (হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান) দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হলেন। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের মুক্ত মনা মানুষেরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাহাত্তরের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এইসব সংশোধনীগুলি অবৈধ বলে ও সংবিধানকে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে প্রত্যাবর্তনের উপদেশ দেয়।

দুঃখের বিষয় গত ৩০ জুন ২০১১ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে যে পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী গৃহীত হয়েছে তাতে সকলেই উদ্বিগ্ন ও বিচলিত। নতুন সংশোধনে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহির রহামানির রহিম' রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সবই আছে। এতে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা সহ সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও আদিবাসীরা ক্ষুব্ধ।

ক্যাম্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ১৯৭২ সালের সংবিধানকে অপরিবর্তিত রূপে গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

ধর্মতলা গ্রামের হিন্দুদের ত্রাতা ইয়াইয়া

দঃ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার গোপালপুর অঞ্চলের ধর্মতলা গ্রাম। এই গ্রামে হিন্দুদের বেশির ভাগ ছেলেরা জরির কাজ করে জীবন জীবিকা চালায়। শিক্ষার হার নেই বললেই চলে। তাই থানা পুলিশ রোজকার ঝুট ঝামেলায় ত্রাতার ভূমিকায় থাকে ইয়াইয়া, আর পেছনে তার বাহিনীর মাঝে হিন্দুদের প্রাণ, মান, সম্মান বাঁচানো দায়।

প্রসঙ্গত এই ঘটনার তদন্তে যায় সংহতির টিম। ঘটনার সূত্রপাত ১৬ ই জুলাই দুপুর ১ টায় ধোসা হাট (জয়নগর থানা) থেকে সন্ন্যাসী নামে একটি ছেলে মোবাইল চুরি করে। চোরকে মারধর করে উত্তম নামে এক অটো চালক। ঐদিন ধর্মতলা গ্রামে রাবার বল টুর্নামেন্ট খেলা চলছিল। খেলা দেখছিল উত্তম, তখন সন্ন্যাসী কয়েকজন মুসলমানকে নিয়ে এসে উত্তমকে মারতে থাকে। এই মারামারিতে খেলা বন্ধ হওয়ার মুখে। বিপত্তি অন্য জায়গায় সিদ্দিক সরদার পিতা সাইদ সরদার হিন্দুদের মা বোন তুলে, ধর্ম তুলে অশ্রাব্য গালাগালি করতে থাকে। সিদ্দিককেও মারধর করা হয়। ত্রাতার ভূমিকায় আসরে নেমে পড়ে এস ইউ সি আই নেতা ইয়াইয়া এবং মোশের খান। ঘটনা মিটমাট করে দেয় ইয়াইয়া, টুর্নামেন্ট চলে রবিবারও খেলা হয়।

২৪ জুলাই দুপুরে সিদ্দিক এর ভাই রফিকুল একদল মুসলমানকে নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঐ গ্রাম আক্রমণ করে। কয়েক রাউন্ড গুলি চলে, বোমা মাবে, গ্রামবাসীরাও প্রতিরোধ করে। মহিলাদেরও শ্লীলতাহানি করে দলটি ফিরে যায়।

১৫ মিনিট বাদে আবার ফিরে আসে গ্রামে হিন্দুদের উপর মার মার করে ঝাপিয়ে পড়ে। এবার আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে রামদা এবং হাসুয়াও ছিল, এতে বেশ কাজ হয়েছে। অপ্রস্তুত হিন্দুরা বেশ মার খায়। মহিলারা সম্ভ্রম বাঁচাতে দৌড়ে পালাতে থাকে। কিছু হিন্দু মহিলা-পুরুষ প্রতিরোধের মুখে আহত হয়। আহতরা হলেন — রমাপদ মন্ডল ও তার স্ত্রী সুমিত্রা মন্ডল, যমুনা সরদার, লিলু মন্ডল, সুশীল মন্ডল, বাবুরাম মন্ডল, পালান মন্ডল, তুলুবালা মন্ডল, মমতা মন্ডল, গান্ধী সরদার, মোহন মন্ডল।

ঘটনার সময় থানায় ফোন করলে পুলিশ আসে প্রায় চার ঘন্টা দেরিতে। কিন্তু, কাউকেই গ্রেফতার না করে পুলিশ ফিরে আসে। পরের দিন ২৫ জুলাই সকালে কয়েকজন গ্রামবাসী থানায় গেলে থানার আধীকারিক বলে ডায়েরী করতে ৫০ টাকা এবং এফ.আই. আর. করতে ৩০০ টাকা লাগবে। অজ্ঞতার কারণে জানে না কি করতে হবে। ফোন করে ইয়াইয়াকে থানায় নিয়ে আসা হয় কিন্তু সে কি করে জানা যায় না তবে সে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। ২৭ জুলাই গ্রামবাসীরা আবার থানায় গিয়ে বলে আমরা কেস করব কর্মরত অধিকর্তা বলেন, ''ইয়ার্কি হচ্ছে, এটা কি ছেলে খেলার জায়গা?'' ইয়াইয়াকে ফোন করলে সে এসে বলে, 'বাড়ী চলে যান আমি দেখছি!' হাসপাতালে চিকিৎসা হলেও আহতদের কোন কাগজপত্র দেওয়া হয় না। এমন ত্রাতা ইয়াইয়াদের হাতে খেলার পুতুল হয়ে আর কতদিন বাঁচবে ধর্মতলার হিন্দুরা।

জঞ্জাল ফেলার প্রতিবাদ করে

আক্রান্ত সিংহ পরিবার

নদীয়ার শান্তিপুর থানার রামনগর পাড়ার অশোক সিংহদের পরিবার। একান্নবর্ত্তী বড় পরিবার। এলাকায় মাত্র ১০/১২ ঘর মুসলিমের বাস। অলাকায় লোকেরা খুবই শান্তিপ্রিয়। কিন্তু লোকেদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, স্থানীয় বাসিন্দারা এই জনা কয়েক মুসলিম পরিবারের আচার আচরণে বিরক্ত এবং আতঙ্কিত।

গত ১৩ জুলাই বিকাল ৫ টায় সামান্য জঞ্জাল ফেলাকে কেন্দ্র করে ঘটে গেল রক্তাক্ত কান্ড। সিংহ বাড়ীর পাশের রাস্তার সংযোগ স্থলে জঞ্জাল ফেলার কেন্দ্র। সেখানে পাশের জাকাত শেখরা তাদের সব ময়লা ঐ জায়গায় ফেলে। সেই ময়লার মধ্যে আছে মরা বা কাটা জীব জন্তুর ছাল, চামড়া, মুরগীর পালক ইত্যাদি। যার গন্ধে এলাকায় মানুষ অতিষ্ঠ। বহুবার মিউনিসিপলিটিকে বলা হয়েছে কিন্তু তারাও আর পেরে ওঠেনি। জাকাত শেখদের বহুবার সিংহ পরিবার থেকে পচা দুর্গন্ধ যুক্ত নোংরা ওখানে ফেলতে কিন্তু শোনেনি।

ঘটনার দিন বুধবার জাকাতদের বাড়ী থেকে যখন ময়লা ফেলা হচ্ছিল তখন সিংহ বাড়ীর বড় ছেলে অশোক সিংহ বেড়িয়ে এসে ময়লা ফেলতে বারণ করে। কিন্তু বারণ শোনেনি মুয়লা ফেলে যায়। অশোক বাবুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি চলতে থাকে ইতিমধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। লোহার রড নিয়ে তেড়ে আসে জাকাত শেখ, পিছন পিছন তার তিন ছেলে খোকন শেখ, খুসু শেখ এবং মদন শেখও তেড়ে আসে। দেখাদেখি অশোক বাবুর ভাই অলোক সিংহ, কাকা, স্বপন সিংহ এবং পিসিমা রমা সিংহ বেরিয়ে আসে একে একে সকলেই রড ও চপারে আঘাতে আহত হয়। শেখদের পরিবারের মহিলারাও বেরিয়ে আসে মারার জন্য। জাকাত শেখও আহত হয়েছে।

এই ঘটনা নিয়ে থানায় ডায়েরিও করা হয়েছে। জাকাত-এর তিন ছেলে পলাতক। এলাকাবাসীর বক্তব্য এই জাকাতরা বাইরে থেকে এখানে এসেছে। এরা চুরি ডাকাতি করত। এলাকায় ছোট মসজিদ আছে সেই কমিটি এদের এখানে এনে আশ্রয় দিয়েছে যার ফলে এলাকায় উৎপাত বাড়ছে। এলাকায় শান্তিপ্রিয় মানুষরা আতঙ্কিত। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ অলক সিংহকে গ্রেফতার করে ৩০৭, ৩২৫ ও ৩২৬ ধারায় কেস দেয়।

ভারত সহ তার প্রতিবেশী সাতটি দেশ কি রকম ?

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ

দেশ	রাষ্ট্রধর্ম	আইনী বিধিনিষেধ	বিশেষ ব্যবস্থা
আফগানিস্তান	ইসলাম	ইসলামি মতে আইন	অমুসলিম সব শেষ।
মালদ্বীপ	ইসলাম	শরিয়তি আইন	মালদ্বীপের নাগরিক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন না।
পাকিস্তান	ইসলাম	হুদুদ অর্ডিন্যান্সের দ্বারা মুসলিম সম্প্রদায় শরিয়তি আইনের অন্তর্গত	ব্লাসফেমি আইন যার দ্বারা হজরত মহম্মদ বা ইসলাম সম্পর্কে কোন রকম অবমাননা নিষিদ্ধ
বাংলাদেশ	ইসলাম	অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দুদের সম্পত্তি জবরদখল।	ধর্মীয় অত্যাচারে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্রুত হ্রাস।

অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ

দেশ	রাষ্ট্রধর্ম	আইনী বিধিনিষেধ	বিশেষ ব্যবস্থা
ভারত	নেই	কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্ব মূলক বা বিরোধী কোন আইন নেই।	বিশেষ ব্যবস্থা নেই।
শ্রীলঙ্কা	নেই		
নেপাল	নেই		
ভুটান	নেই		

বিশেষ ঘোষণা ঃ এই পত্রিকা পড়ে যদি কেউ 'হিন্দু সংহতির' সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, তাহলে তিনি এই সংগঠনের কার্যালয় ঃ ৫ নং ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ১২ (শিয়ালদহের নিকট শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সামনে) **ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন নং ঃ ০৩৩-২২৫৭২৬৮৮ এবং ৯১৬৩১২২২১১।**

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southasiasambad.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Prokash Chandra Das, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012